দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 FEB 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

C55

মৌলভীবাজারের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক ও কর্মচারীর অভাব

মৌলভীবাজার, ১১ই ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা) ।— মৌলভীবাজার জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অধিকাংশ বিদ্যালয় ঘরই মেরামতের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব রয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বেড়া, ছাউনি, দরজা-জানালা নেই এবং খাবার পানি ও শৌচাগারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। দীর্ঘদিন ধরে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মচারীর অভাব রয়েছে।

জেলার বড়লেখা উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার পদ কয়েক মাস ধরে শূন্য রয়েছে। খালি পড়ে আছে ২১ জন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার পদ। এছাড়া জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮৫জন শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে পুরণ করা হচ্ছে না। বড়লেখা উপজেলার প্রাথমিক কর্মকতাকে কয়েক মাস আগে অন্যত্র বদলি করা হয়। পরে সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এই পদে নতুন কাউকে না দিয়ে পার্শ্ববর্তী উপজেলা কুলাউড়ার শিক্ষা কর্মকর্তাকে একই সাথে কুলাউড়া ও বড়লেখার দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন। কিন্তু কুলাউড়া শিক্ষা কর্মকর্তার পক্ষে ২০ মাইল দূরে বড়লেখা গিয়ে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হচ্ছে না।

সমগ্র জেলায় প্রতি ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে মোট ৩৫টি পদ রয়েছে। এর মধ্যে ২১টি পদই বর্তমানে শূন্য রয়েছে। জেলার শ্রীমঙ্গল, রাজনগর, কুলাউড়া ও বড়লেখা উপজেলা শিক্ষা অফিসে ১জন করে মোট ৪ জন অফিস সহকারীর পদ বহুদিন শূন্য রয়েছে। অন্যদিকে জেলার ৬৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮৫ জন শিক্ষকের পদ শূন্য। ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যানুপাতে শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ পদেই শিক্ষক নেই।

প্রাথমিক পর্যায়ে জেলায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১ লাখ ৬২ হাজার ২শ ৫০জন। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি ৫০ জন ছাত্রের জন্য একজন করে শিক্ষক হিসাবে ৩ হাজার ২শ' ৪৫জন শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু বর্তমানে মোট শিক্ষকের পদই আছে ২ হাজার ১শ' ৯৯টি। তার মধ্যে আবার বর্তমানে ৮৫টি পদ শূন্য।

ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যানুপাতে শিক্ষকের পদ বর্ধিতকরণ ও শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে উপজেলাগুলো থেকে বার বার উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে লেখা সত্ত্বেও কোন কাজ হচ্ছে না।

মৌলভীবাজার জেলায় ১০৯টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে ক'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রেজিষ্ট্রেশন পেয়েও বছরের পর বছর ধরে সরকারী অনুদানের অপেক্ষায় রয়েছে।